দৈনিক সংবাদ

JUN. 24 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৬

রাজশাহী পিএন বালিকা বিদ্যালয়
৩ শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী প্রমথ নাথ (পিএন) সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বনাম শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দীর্ঘদিনে আলোর মুখ না দেখলেও স্কুলের প্রাথমিক শাখার তিন শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা রিপোর্টে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সত্যতা উল্লেখ রয়েছে। এবর সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে স্কুলের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, প্রাথমিক শাখার শিক্ষিকা রিজিয়া খাতুন, শাহিদুন নাহার ও রোকেয়া খাতুন ছাত্রী বেতনের আদায়কৃত ৮ হাজার টাকা স্কুলের ফান্ডে জমা না দিয়ে আত্মসাত করেন। ২০০০ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩শ' ১৮ জন ছাত্রীর কাছ থেকে ৩ হাজার ২শ' ২৫ টাকা এবং গত ১৯৯ ২০০১ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ২শ' ৭৭ জন ছাত্রীর কাছ থেকে ৪ হাজার ৯শ' ৭৯ টাকা আদায় করা হয়; কিন্তু কোন টাকা স্কুলের ফান্ডে জমা করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির সদস্যরা হলেন সাবেরা ফাবিরুন নাহার, ফাহমিদা নাসরিন, রওশন আরা পারভীন ও জান্নাতুল ফেরদৌস।

সূত্র মতে, সম্প্রতি স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রধান শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্ব্যবহারকারীসহ ২২ দফা অভিযোগ এনেছেন। প্রধান শিক্ষিকাও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে করেছেন সরকারি চাকুরীবিধি লঙ্ঘন, কোচিং ব্যবসা, দায়িত্বে অবহেলাসহ ৮ দফা গুরুতর অভিযোগ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের সাবেক উপ-পরিচালক হাফিজা খাতুনকে আহবায়ক করে ৮ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে; কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখেনি।

তবে অন্য একটি সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট যথা সময়ে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করেছে। ওই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পি. এন স্কুলের ৫ জন সহকারী শিক্ষিক হুমায়রা বেগম, হামিদা বেগম, রোকেয়া বেগম, রাহেলা খাতুন ও আবদুর রশিদকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ পাওয়া গেছে। তবে উল্লেখিত পাঁচ শিক্ষককে রাজশাহী মহানগরীতেই অন্য স্কুলে বদলি করা হয়। নগরবাসী এমন বদলিকে হাস্যকর ও রহস্যজনক বলে ধারণা করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।